রাগ ঃ ইমন

[মুদ্রিত ঃ স্বরলিপি; ১ম বর্ষ-২য় সংখ্যা (অনিয়মিত/ঋতুভিত্তিক সাহিত্য সাময়িকী ঃ স্কুল অব মিউজিক)]

ইমন, রাগটির জন্ম কল্যান ঠাট থেকে। বাদী– গান্ধার, সমবাদী– নিষাদ। সময়– রাত্রির প্রথম প্রহর, জাতি– সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, আরোহ– ন্া রা গা ক্ষা পা ধা না র্সা। অবরোহ– র্সা না ধা পা ক্ষা গা রা সা। রাগটি খুবই সরল ও সহজ। ফলে এ রাগটি গাইতে সুবিধা, রাগ ভ্রষ্ট হবার আশংকা নেই। ইমন, এই নামটি কোত্থেকে উৎপত্তি হল, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এক দল পন্ডিত বলেন, মুসলমানদের এ দেশে আসার পর এ রাগটির জন্ম হয়েছে। কেউ বলেন, আমীর খসরু (যিনি অনেক রাগ, বাদ্যযন্ত্র, তাল সৃষ্টি করিয়াছিলেন) এই রাগটির জনক। দক্ষিণী পন্ডিতরা বলেন– আমাদের যমুনা কল্যান রাগের একটি প্রকার হল ইমণ। আবার কেউ বলেন ইরান থেকে অথবা আরবের ইয়ামেণ প্রদেশ থেকে এদেশে এর আবির্ভাব হয়েছে। আর একদল পন্ডিত বলেন 'ইহমন' এর থেকেই ইমন শব্দটির জন্ম। এই নিয়ে তারা একটি গল্প শোনান, তারা বলেন– এক দিন সন্ধ্যার পর বাবা হরিদাস গোস্বামী, মন্দিরে তার ইষ্টদেবের কাছে তন্ময় হয়ে গান করতে থাকেন, সেই গানের বাণী ছিল 'ইহমন্ অরপ্ণ করু তুমহারে' তার শিষ্যগণ মুগ্ধ হয়ে এই সংগীত শ্রবণ করেন, পরের দিন তার শিষ্যরাই আবার অনুরোধ করে বলেন 'বাবা আপনি কালকে যে গানটি গেয়েছিলেন 'ইহমন' ওইটি আবার আজ আমাদের শোনান এবং আমাদের শেখান'। তারপর থেকেই নাকি ইমন রাগের বহুল প্রচলন হল।

আসলে ইমন কথাটা নিয়ে নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায না, অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব বেশী প্রয়োজন নেই, কারণ রাগটি শিখতে গেলে, পর্দ্দাগুলি যে ভাবে ব্যবহৃত হবে, সেই কৌশল অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ব করার মাধ্যমেই রাগ আয়ত্বে আনা যাবে।

পন্ডিতরা যাই বলুন একটা বিষয়ে তারা এক মত যে, রাগটি ভক্তি রসাশ্রিত। ভজনা, উপাসনা, প্রার্থনা, প্রশস্তি, ইত্যাদিতে ধ্রুপদ, ধামার থেকে অর্থাৎ পুরোনো আমল থেকে আজ রবীন্দ্রসংগীত পর্য্যন্ত এই রাগটিকে ভক্তি রসেই ব্যবহার করা হয়েছে, আবার এই ভক্তি রসের ভেতরেই কিছু করুণ, কিছু বীর প্রভৃতি রসের আবির্ভাব ঘটিয়ে রাগটিকে শ্রুতিমধুর করে আরও সুন্দর করা হয়েছে। ফলে রাগটি খুবই জনপ্রিয়।

কোন রাগ ভাল করে বুঝতে বা শিখতে হলে, তার অংগ রূপের প্রতি ভাল করে ধ্যান করা প্রয়োজন যেমন, এই রাগটিতে মোটামুটি নিম্নলিখিত অংগগুলি মনে রাখা উচিৎ।

১. অন্য সমস্ত শুদ্ধ পর্দ্দার সংগে কড়ি মধ্যমের প্রয়োগ।
২. গান্ধার স্বরের বহুত্ব– বাদী।
৩. নিষাদ স্বরের বহুত্ব– সমবাদী।
৪. গান্ধার স্বরের সংগে রেখাব স্বরের সংযুক্তি।
৫. ন্া রা, অথবা ক্ষা ধা, কিম্বা ন্া রা গা, ও ক্ষা ধা না।
৬. গা ক্ষা পা ধা পা, ক্ষা গা, এর প্রয়োগ।
৭. গা ক্ষা পা, রা গা রা সা এর প্রয়োগ।
৮. পুর্বাংগ প্রধান।
৯. পা রা সুর সংগতি।
১০. গ্রহ স্বর ন্া ন্যাস স্বর পা ও সা।

এই গুলি ভাল করে মনে রেখে যদি বিস্তার আরম্ভ করা যায় তবে ইমণ রূপের ভাল হোক মন্দ হোক প্রকাশ ঘটবেই। যেমন, যে কোন পর্দ্দা থেকে যদি বিস্তার শুরু করি, পা..... ক্ষা..... গা..... রা..... গা..... রা..... এর সংগে এর অংগ ন্া রা সা যোগ করে দিলেই ইমণ পরিষ্কার হয়ে যাবে। অথবা গা গা ক্ষা পা ..... ধা পা ক্ষা গা ..... রা গা ক্ষা এর সংগে এর অংগ 'পা রা গা রা সা' যোগ করলেই ইমণ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

করুণ রস আনতে গেলে' সা রা সা পা ক্ষা গা ..... দীর্ঘ করে উচ্চারণ করে অথবা রা গা ..... রা না ..... ধা ..... পা ..... কিংবা ক্ষা গা ..... না ..... ধা ..... পা ..... আবেগ প্রধান করতে গেলে ন্া রা ক্ষা ..... দীর্ঘ অবস্থান পরে রা .....

গা .... রা .... ন্‌া রা .... সা ....। অথবা ক্ষা .... রা .... গা ক্ষা গা .... রা .... ক্ষা .... রা .... ন্‌া রা সা .... অংশগুলিতে উক্ত ভাবের হদিস মিলবে।

রাগের বিস্তার–

১. গা রা সা ন্‌রা সা ন্‌া রাগা রাগা ক্ষাগা পা ক্ষাগা রাগা রা ন্‌া রা সা।
২. ন্‌ারাগা রাসা সা ন্‌াধ্‌া ন্‌াধ্‌া প্‌া প্‌াধ্‌ান্‌া ধ্‌ান্‌া রা গারা ন্‌ারাগা রা ন্‌ারাসা।
৩. সগা রাগা ক্ষগা পাক্ষাগা নাধা পাক্ষাগা র্সা নাধা পাক্ষাগা ধা পাক্ষাগা রাগা পা রা সা ন্‌ারা সা।
৪. সারাসা সারাগারাসা সারাগাক্ষাগারাসা সারাগাক্ষাপাক্ষাগারাসা সারাগাক্ষাপাধাপাক্ষাগারাসা সারাগাক্ষাপাধানাধাপাক্ষাগারাসা সারাগাক্ষাপাধানার্সানাধাপাক্ষাগারাসা।
৫. সারাসা সারাগারাসা সারাগাক্ষাপারা সা সারাগাক্ষাপাধাপাক্ষারাসা সারাগাক্ষাপাধানাধাপাক্ষারা র্সা সারাগাক্ষাপাধানার্সানাধাপাক্ষারা সা।
৬. গাগা পাধাপা র্সা র্সা নার্রার্সা নার্রার্গার্রার্সা র্রার্সা নাধা পা ক্ষাপা নাধা পা নাধা পা র্সা নাধা পা র্রার্সা নাধাপা ক্ষাপানাধাপা ক্ষাপাধাপা ক্ষাগা রা গাক্ষাপাধা নাধা পা ক্ষগারা পাক্ষাগা রা ন্‌ারা সা।

ইমন (ত্রিতাল)

স্থায়ী ঃ

‖	[প]না [ধ]না	(পা)	া	[গ]রা	।	া	সা	গা	রা	।	গা	া	া	[প]ক্ষা	।	া	[গ]ক্ষা	পা	পা	I
‖	পি০	য়া	০	কি	।	০	ন	জ	রি	।	য়া	০	০	যা	।	০	দু	ভ	রি	I

I	[ক্ষ]পা	া	পা	পা	।	[ধ]ক্ষা	া	গা	রা	।	সরা	গক্ষা	পা	রা	।	গা	রা	সরা	সা	‖
I	মো	০	হ	লি	।	য়ো	০	ম	ন	।	প্রে০	০০	০	০	।	০	ম	ভ০	রি	‖

অন্তরা ঃ

‖	[ক্ষ]পা	পা	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	।	[ন]র্সা	[র]র্সা	না	ধা	।	না	ধা	পা	া	I
‖	ক	ব	ণ	য	।	ত	ন	অ	ব	।	ক	রি	য়ে	০	।	আ	০	লী	০	I

I	[ক্ষ]পা	ক্ষা	গা	পা	।	[গ]রা	া	সরা	সা	।	সরা	গক্ষা	পা	রা	।	গা	রা	সরা	সা	‖
I	না	০	হি	প	।	রে	০	মো০	হে	।	চৈ০	০০	০	ন	।	এ	ক	ঘ০	রি	‖

[ভাতখন্ডে লিখিত হিন্দুস্তানী ক্রমিক পুস্তক মালিকার (২য় ভাগ) ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে গানটি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু স্বরলিপিতে রাবীন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে।]

---সমাপ্ত---